সময়ের প্রথম

ভারত সবার আগে

কলকাতা

খবরে প্রথম

SOMOYER PROTHOM KOLKATA

Prothom Kolkata (www.somoyerprothomkolkata.com)

Volume - I Issue - 9 ■ PRGI No.: WBBEN/26/A4351 ■ North 24 Parganas ■ 1 October 2026 ■ Price Rs. 5/-

প্রথম কলকাতা খবরে প্রথম
আপনার প্রচারের বিজ্ঞাপন দিন
৩.৭ মিলিয়ন ১.৫ মিলিয়ন
আপনিও দেখুন রোজ
যোগাযোগ করুন 9830317116

প্রথম কলকাতা খবরে প্রথম
ফেসবুকে ৩.৭ মিলিয়ন
ইউটিউবে ১.৫ মিলিয়ন
আপনিও দেখুন রোজ

সরকারে শুভেন্দু, সংগঠনে শমীক, ছুটছে বদলের বাংলা



সুব্রত আচার্য

এক দিকে মিলনমেলায় শিল্পের জমির বরাদ্দপত্র, অন্য দিকে দমদম পার্কে বিজেপির মঞ্চেই তোলাবাজির অভিযোগ নিয়ে দুই জনপ্রতিনিধির বাদানুবাদ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে প্রশাসনের কাজ দেখাতে হচ্ছে। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দায়িত্ব দলকে শৃঙ্খলায় রাখা।

২৩ সেপ্টেম্বর শুভেন্দু ৩৩টি সংস্থার হাতে জমির বরাদ্দপত্র তুলে দিয়েছেন। সরকারের হিসাবে, প্রায় ৫৮০ একরে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ৬০ হাজার কোটি টাকা; কাজের সম্ভাবনা প্রায় ৬২ হাজার। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে জুপিটার ডিফেন্স পেয়েছে ২৫৬ একর। সরকারি কর্মকর্তাদের বক্তব্য, জমি পাওয়ার তিন বছরের মধ্যে প্রকল্প শেষ করার শর্ত রয়েছে। বরাদ্দ বাস্তব পদক্ষেপ; বিনিয়োগ ও চাকরির অঙ্ক এখনও সম্ভাবনা।

পুজোর আগে নতুন শিল্পনীতি আনার ঘোষণা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী— সরাসরি জমি কেনা, জমি একত্র করা, এক জানলায় ছাড়পত্র এবং কাজের সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত উৎসাহভাতা। শিল্পপতিদের হয়রানির অভিযোগ জানাতে ২৪ ঘণ্টার নম্বরও চালু করেছে সরকার। শুভেন্দুর বক্তব্য, ''পুলিশ দিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করব না। বিনিয়োগকারী বা কৃষক- কাউকেই অসুবিধায় ফেলতে আসিনি।'' ইংরেজিতে দেওয়া বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ এটি।

চাকরিপ্রার্থীদের জন্য ২৩ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভা দেড় লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়া। সিদ্ধান্তের সঙ্গে নিয়োগপত্রের দূরত্ব অবশ্য বাংলায় কম নয়। ২০১৬ সালের স্কুল নিয়োগে অনিয়মের জেরে প্রায় ২৬ হাজার নিয়োগ বাতিল হওয়ার ইতিহাস সামনে রেখেই নতুন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বিচার হবে। কেন্দ্রের অংশ হিসেবে ২৩ অগস্ট রাজনাথ সিংহ ও শুভেন্দুর উপস্থিতিতে গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স এবং যন্ত্র ইন্ডিয়ার পাঁচটি সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে; প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের হিসাবে বিনিয়োগ প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য শিল্পপতি কুমার মঙ্গলম বিড়লার সঙ্গে বৈঠক করে রাজ্যে ব্যবসা বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন। বৈঠককে বলেছেন ''অত্যন্ত ইতিবাচক''— নির্দিষ্ট বিনিয়োগ ঘোষণা হয়নি। দক্ষিণবঙ্গের চারটি দ্রুত রেলপথের প্রস্তাবও কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছেন তিনি। ২৪ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন শুভেন্দু, শমীক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে বৈঠক করেন— উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ ও রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুনীল বনসল। পরদিন 'এক ব্যক্তি, এক পদ' নীতিতে তাপস রায়, অগ্নিমিত্রা পাল, ইন্দ্রনীল খাঁ-সহ ছয় মন্ত্রীকে দলীয় দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নতুন মুখ আনা হয়। শমীক ভট্টাচার্য সভাপতি থাকছেন; অমিতাভ চক্রবর্তী থাকছেন রাজ্য সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক। পুরনো কর্মী ও নতুন ক্ষমতাবানদের মধ্যে দায়িত্বের সীমারেখা কার্যকর রাখাই এখন সংগঠনের পরীক্ষা।

কারণ, মাঠের অভিযোগ ক্রমশ চওড়া হচ্ছে। ২৪ সেপ্টেম্বর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বাংলা জানিয়েছে, দমদম পার্কে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বেনামি চিঠি থেকে সিন্ডিকেট ও তোলাবাজির অভিযোগ পড়ে শোনান। রাজারহাট, নিউ টাউনের বিধায়ক পীযূষ কানডিয়া নিজের এলাকায় সিন্ডিকেটের অভিযোগ অস্বীকার করেন; উল্টে দক্ষিণ দমদমে কাজের বরাত একজনের হাতে যাওয়ার প্রশ্ন তোলেন। দলের মুখ্য মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার ঘটনাকে ব্যক্তিগত বিষয় বলেছেন, আনুষ্ঠানিক অভিযোগ এলে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। অগস্টে দ্য উইক লিখেছিল, তোলাবাজির অভিযোগে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে আসা কয়েকজনকে শোকজ এবং কয়েকজনকে সাসপেন্ড করার কথা জানিয়েছিলেন শমীক বাবু। দলের বিধায়ক-সাংসদও ছাড় পাবেন না বলে তাঁর বক্তব্য। প্রশাসনেও পুরনো আমলের সঙ্গে হিসাব মেটানোর চাপও মেলাতে হচ্ছে বর্তমান বিজেপি সরকারকে। মে মাসে আগের তৃণমূল সরকারের মনোনীত বিভিন্ন পর্ষদ ও সংস্থার পদাধিকারীদের অপসারণের নির্দেশ দেয় নতুন সরকার। শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ ছিল, তাঁদের একাংশ তৃণমূলের কর্মীর মতো কাজ করতেন। তাঁদের অপসারণের পর শিল্পের ছাড়পত্র কত দ্রুত মিলছে, তার জবাব নতুন প্রশাসনকেই দিতে হবে। নতুন সরকারের নিজের আইনি প্রস্তুতিও প্রশ্নে পড়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানায়, কেন্দ্রীয় মাদক আইনের সঙ্গে সংঘাতের আপত্তিতে রাজ্যের 'গুণ্ডা দমন' বিল ফেরত এসেছে। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তা নিয়ে 'ডাবল ইঞ্জিন'কে কটাক্ষও করেন। কিন্তু ওই দিনই নবান্নে শুভেন্দু ওই খবরকে ''সম্পূর্ণ ভুয়ো'' বলে জানান, বলেন, বিল রাষ্ট্রপতির কাছে যায়নি; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিবেচনাধীন। বিলের অবস্থান নিয়ে সংবাদমাধ্যমের খবর ও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য তাই পরস্পরবিরোধী বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।



২০২৫ সালের শিল্প সম্মেলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ৪.৪০ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাবের কথা বলেছিল। তার বাস্তবায়ন নিয়ে শ্বেতপত্রের কথা বলেছেন বর্তমান শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। একই মাপকাঠি শুভেন্দুর ৬০ হাজার কোটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সিঙ্গুরের কৃষক অশোক পোড়েল ২০২৩ সালে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-কে জানিয়েছিলেন, কাগজে ফেরত পাওয়া জমি চাষের উপযোগী করতে পারেননি। এই অভিজ্ঞতা মনে রেখেই জমিদাতা, চাকরিপ্রার্থী ও শিল্পপতির প্রশ্নের জবাব দিতে হবে সরকারকে। আর নিজেদের মঞ্চে ওঠা অভিযোগের জবাব দিতে হবে দলকে।

মহালয়ায় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই ইডেনে পুজোর সূচনা!



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা ক্রিকেটের ইডেন গার্ডেন্স এ বার মহালয়ার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ। ১০ অক্টোবর সেখানে রাজ্য সরকারের বড় আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতি ধরে প্রশাসন এবং ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল বা সিএবি পরিকল্পনা সাজাচ্ছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি সফরসূচি প্রকাশের আগে তাঁর উপস্থিতিকে চূড়ান্ত কর্মসূচি বলা যাচ্ছে না।

২৫ সেপ্টেম্বর ইডেনে প্রশাসন ও সিএবি কর্তাদের বৈঠকে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর খবর অনুযায়ী, প্রায় ৬ হাজার শিল্পী ও ৩ হাজার ঢাকির অংশ নেওয়ার কথা। রয়েছে আলো-শব্দের প্রদর্শনী ও ড্রোন শোর পরিকল্পনা। ইডেন থেকে শ্রীভূমি স্পোর্টিং, সুরুচি সংঘ, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, চেতলা অগ্রণী ও ত্রিধারা সম্মিলনীর পুজো দূর থেকে উদ্বোধনের প্রস্তুতিও রয়েছে।

গানের আয়োজন পরিচালনার কথা সুরকার শান্তনু মৈত্রের। শান, অন্তরা মিত্র, লগ্নজিতা চক্রবর্তী ও কৌশিকী চক্রবর্তীর নাম রয়েছে সম্ভাব্য শিল্পীদের তালিকায়। লোকশিল্পীরাও অংশ নিতে পারেন। সিএবি সূত্রে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, প্রায় ৩৫ হাজার দর্শকের উপস্থিতি ধরে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এটি আয়োজনের হিসাব, উপস্থিতির চূড়ান্ত সংখ্যা নয়। সিএবি কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস এবিপি আনন্দ-কে জানিয়েছেন, টিকিট বিক্রি হবে না; প্রবেশের ব্যবস্থা আমন্ত্রণের ভিত্তিতে।

ইডেনকে বেছে নেওয়ার তাৎপর্য শুধু অনুষ্ঠানের আকারে নয়। এত দিন পুজোর পরে রেড রোডের কার্নিভাল ছিল রাজ্য সরকারের বড় উৎসব-মঞ্চ। এ বার শুভেন্দু সরকার উৎসব শুরুর দিন মহালয়ায় অনুষ্ঠান করছে। প্রধানমন্ত্রী যোগ দিলে কেন্দ্র ও রাজ্যের নেতৃত্বকে একই মঞ্চে দেখবে শহর। সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ইডেনে এমন সাংস্কৃতিক আয়োজন এই প্রথম। এখন নজর থাকবে চূড়ান্ত সফরসূচি, আমন্ত্রিতদের প্রবেশব্যবস্থা এবং অনুষ্ঠানের দিন ইডেন সংলগ্ন যান চলাচলের পরিকল্পনার দিকে।

পুজোর আগে রাস্তার গর্ত ঢাকবে কবে?



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা ইএম বাইপাসে চিংড়িহাটা থেকে গড়িয়ামুখী পথে রুবি মোড়ের কাছে এখনও বড় গর্ত। বৃষ্টি হলে জল জমে গর্তের গভীরতা বোঝা আরও কঠিন। পুজোর শহরে গাড়ি ও মানুষের ভিড় বাড়ার আগে এই রাস্তা সারবে কবে? প্রশ্নটি শুধু বাইপাসের নয়। হাওড়ার একাধিক রাস্তা এবং মালদার রতুয়ার পথ নিয়েও বাসিন্দাদের অভিযোগ সামনে এসেছে।

২৯ সেপ্টেম্বরের প্রতিবেদনে এবিপি আনন্দ রুবি মোড়ের পাশাপাশি হাওড়ার ভাঙাচোরা রাস্তার ছবি তুলে ধরেছে। হাওড়া পুরনিগমের আশ্বাস, মহালয়ার আগেই ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত করা হবে। মালদা,রতুয়া সংযোগকারী রাজ্য সড়কের তারা মোড়ে জমা জল ও

তিন পাতায়

বদলের বাংলায় পুজোর মঞ্চেও বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন কুমোরটুলিতে বৃষ্টির হাত থেকে প্রতিমা ঢেকে রাখছেন শিল্পীরা। এ দিকে সুরুচি সঙ্ঘের কমিটিতে বদলে গিয়েছে চেনা মুখ। কলকাতার পুজোয় এ বার বাঁশ, আলো, মাটির সঙ্গে জড়িয়ে রাজনৈতিক পালাবদলও। পনেরো বছর পরে রাজ্যে নতুন সরকার; কার নাম থাকবে পুজো কমিটিতে, সেই হিসাবও নতুন করে লেখা হচ্ছে।

রাজ্যে স্বীকৃত পুজো প্রায় ৪৩ হাজার, কলকাতায় প্রায় তিন হাজার— ১০ অগস্ট টাইমস অব ইন্ডিয়া-য় প্রকাশিত হিসাব। বনেদি বাড়ি ও ছোট আয়োজন এর বাইরে। এই বিশাল পরিসরের সব জায়গায় অবশ্য একই ছবি নয়। নিউ আলিপুরের সুরুচি সঙ্ঘে প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও তাঁর ভাই স্বরূপের জায়গায় নতুন কমিটির সম্পাদক বিজেপি বিধায়ক সৌরভ শিকদার। সৌরভের বক্তব্য, বিধায়ক পরিচয়ে নয়, এলাকার বাসিন্দা হিসাবেই দায়িত্ব নিয়েছেন। শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবেও প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর পর নতুন কমিটি— স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় পুজোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

মহম্মদ আলি পার্কে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়কে সভাপতি করেছেন উদ্যোক্তারা; তাঁদের বক্তব্য, চার দশক ধরে পুজোর সঙ্গে তাঁর যোগ। বেহালার বরিশা সর্বজনীনে প্রধান পৃষ্ঠপোষক মন্ত্রী তথা বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ। দক্ষিণ দমদমের তরুণ দলে সুজিত বসুর পুরনো কমিটির জায়গায় সভাপতি বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। বারানগর লোল্যান্ড সর্বজনীনে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা প্রদীপনারায়ণ বসুর জায়গায় এসেছেন বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ। শ্যামপুকুর সর্বজনীনে প্রাক্তন মন্ত্রী শশী পাঁজার জায়গায় পর্যটন প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তীকে নেতৃত্বে আনার কথা জানিয়েছিলেন উদ্যোক্তারা, তখনও চূড়ান্ত কমিটি হয়নি। নিউ টাউন সর্বজনীনে প্রাক্তন আমলা দেবাশিস সেনের স্ত্রীর জায়গায় দায়িত্ব নিয়েছেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদার, দিলীপ প্রধান উপদেষ্টা।

তবে সব পুজোর রাশ বদলায়নি। চেতলা অগ্রণীতে প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ত্রিধারা সম্মিলনীতে প্রাক্তন বিধায়ক দেবাশিস কুমারের নেতৃত্ব বহাল। সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের সঙ্গে সজলের যোগও বহু দিনের; সরকারি অনুদান আগেও নেননি বলে তাঁর বক্তব্য। শ্রীরামপুরে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত গান্ধী ময়দানের পুজোয় এ বার খুঁটিপুজো করেছেন বিজেপি নেতারা। কল্যাণের বক্তব্য, ''পুজো হওয়াই বড় কথা।'' পুরনো সম্পাদক সন্তোষ সিংহ জানিয়েছেন, তাঁরা ইস্তফা দিয়েছেন; বিজেপি নেতা স্বপন চক্রবর্তীর দাবি, স্থানীয়দের অনুরোধেই তাঁরা এগিয়েছেন।



বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যকে কলেজ স্কোয়্যারের উদ্যোক্তারা

তিন পাতায়

সম্পাদকীয়

কথা কম কাজ বেশি...

বাংলায় সরকার বদলের সাড়ে চার মাস পেরোল। এত অল্প সময়ে নতুন সরকারের কাজের চূড়ান্ত মূল্যায়ন হয় না। কিন্তু রাজনীতির আচরণ বদলাচ্ছে কি না, তার আভাস মানুষ প্রতিদিনই পান। পাড়ায় কথা বলতে ভয় হয় কি না, থানায় গিয়ে পরিচয় দিতে হয় কি না, কোনও কাজের জন্য স্থানীয় নেতার দরজায় যেতে হয় কি না;পরিবর্তনের বিচার শুরু হয় এই সব জায়গা থেকে।

তৃণমূলের পনেরো বছরের শাসন নিয়ে দুর্নীতি, তোলাবাজি, বিরোধীদের ওপর চাপ এবং প্রশাসনে দলীয় প্রভাবের বহু অভিযোগ উঠেছিল। সব অভিযোগ এক রকম নয়; তবু এই অভিজ্ঞতা যে বহু ভোটারের মনে জমেছিল, নির্বাচনের ফল সে কথাই মনে করায়। বিজেপিকে ভোট দেওয়া মানুষের প্রত্যাশা শুধু অন্য দলকে ক্ষমতায় দেখা নয়। তাঁরা চান, ক্ষমতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটাও বদলাক।

নতুন সরকার শিল্প, বিনিয়োগ ও পরিষেবা নিয়ে উদ্যোগের কথা বলছে। আগের আমলের প্রশাসনিক জট বা কর্মসংস্থানের সমস্যা কয়েক মাসে মিটবে, এমন আশা কেউ করেন না। কিন্তু নিরাপদে থাকা, নিজের মত বলা এবং অভিযোগ জানানোর অধিকার নিশ্চিত করতে দীর্ঘ অপেক্ষার কথা বলা যায় না। সরকারের কাজের পাশাপাশি শাসক দলের নেতা-কর্মীদের আচরণও এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা তাই এড়িয়ে যাওয়া চলে না। সেপ্টেম্বরে কলকাতার একটি সংবাদপত্রের দপ্তরের বাইরে দেওয়াল গেরুয়া রং করার ঘটনায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, এর সঙ্গে দলের যোগ নেই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলের প্রস্তাবও দলের অবস্থান নয় বলে জানিয়েছেন তিনি। দমদম পার্কে বিজেপির কর্মসূচিতেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ও বিধায়ক পীযূষ কানডিয়ার মধ্যে সিন্ডিকেট, তোলাবাজির অভিযোগ এবং কাজের বরাত নিয়ে প্রকাশ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছে বলে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বাংলা জানিয়েছে। অভিযোগ সত্য কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে। সেই কাজ হলে মানুষও বুঝবেন, সরকার বিষয়টিকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রধানমন্ত্রীর 'কম কথা, বেশি কাজ'-এর বার্তা তুলে ধরেছেন। শমীক নেতা-কর্মীদের কথা ও ব্যবহার নিয়ে সতর্ক করেছেন। তার পরের ধাপ আরও জরুরি;কোনও অভিযোগ এলে পরিচয় না দেখে তদন্ত, ভুল প্রমাণ হলে ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থার খবর মানুষকে জানানো। পুজো কমিটি থেকে সরকারি কাজ, সর্বত্র স্থানীয় মানুষের মত ও অধিকারকে গুরুত্ব দিতে হবে। দলের কেউ নিজের প্রভাব দেখিয়ে সুবিধা নিতে চাইলে তাঁকে থামানোর দায়িত্বও দলের। শুধু মঞ্চ থেকে সতর্ক করলেই হবে না; জেলা ও স্থানীয় স্তরে সেই বার্তা পৌঁছচ্ছে কি না, নেতৃত্বকে নিয়মিত দেখতে হবে।

'গুন্ডা দমন' বিল নিয়ে সংবাদপ্রতিবেদন ও সরকারি বক্তব্যের ফারাকও সামনে এসেছে। ২৫ সেপ্টেম্বর কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানায়, রাষ্ট্রপতি বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য ফিরিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিক বৈঠকে সেই খবর অস্বীকার করেন। পরদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানায়, বিলটি এখনও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলির পরীক্ষাধীন। তাই রাষ্ট্রপতি ফিরিয়েছেন;এ কথা এখন লেখা যায় না। তবে বিলটির অগ্রগতি এবং নাগরিক অধিকার কীভাবে সুরক্ষিত থাকবে, সরকার তা স্পষ্ট করুক। খবর যাচাইয়ের দায়িত্ব সংবাদমাধ্যমেরও। বিভ্রান্তির মধ্যে সেই দায় আরও বাড়ে।

যাঁরা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর পথ এখানেই। সাড়ে চার মাসে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তবে ক্ষমতায় আসার পরও নিজের শিবিরকে প্রশ্ন করা, সাধারণ মানুষের কথা শোনা এবং ভুল বুঝলে সংশোধন করা সম্ভব। বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতি সত্যিই বদলালে মানুষ সেই পরিবর্তন নিজের জীবনেই টের পাবেন।

রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে ভারতের প্রাপ্তি, বিশ্বের অপূর্ণ হিসাব

সুব্রত আচার্য

নিউইয়র্কে একই মঞ্চ থেকে একযোগে শান্তির বার্তা দিল বিভিন্ন দেশ। কারো মুখে ইরানে মার্কিন হামলার নিন্দা তো কেউ নাম না করে প্রতিবেশী পাকিস্তানের সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার বিরুদ্ধে সুর চড়ালো। তার পর আমেরিকা বলল ইরানের উপর চাপ বজায় রাখার কথা, ইরান বলল আক্রান্ত হওয়ার কথা, ইসরায়েল বলল নিজের নিরাপত্তার কথা। ছোট দ্বীপরাষ্ট্রগুলি মনে করাল, তাদের জমিই জলের নীচে চলে যাচ্ছে। এই ভিড়ে ভারত কী পেল? রাষ্ট্রসংঘের ৮১তম অধিবেশনের উচ্চপর্যায়ের পর্ব শেষ। এখন বক্তৃতায় পাওয়া সমর্থন আর কাগজে-কলমে পাওয়া ফল মিলিয়ে দেখার সময়।

৮ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশন। রাষ্ট্রনেতারা বক্তৃতা দিয়েছেন ২২ থেকে ২৬ এবং ২৮ সেপ্টেম্বর; সভার অন্য কাজ চলবে ২০২৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এবারের মূল কথা- 'আস্থা ফিরিয়ে আনা, পরিবর্তন সামলানো সকলের জন্য কাজ করে এমন রাষ্ট্রসংঘ'। সাধারণ পরিষদের সভাপতি বাংলাদেশের খলিলুর রহমান। সাধারণ পরিষদে ১৯৩টি দেশের প্রত্যেকের একটি করে ভোট। অথচ যুদ্ধ ও শান্তির বড় সিদ্ধান্তে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের ক্ষমতা অনেক বেশি। মহাসচিব আন্তোনিয়ো গুতেরেস চারটি পরীক্ষার কথা বলেছেন;যুদ্ধ, বৈষম্য, জলবায়ু ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। বড় শক্তিগুলি আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে চলবে কি না;তাঁর বক্তব্যে সেই প্রশ্নও ছিল।

ভারত দৃশ্যমান উপস্থিতি, কঠিন হিসাব

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যাননি— ২৬ সেপ্টেম্বর ভারতের জাতীয় বক্তব্য রেখেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। পাকিস্তানের আগের দিনের বক্তব্যের জবাব ছিল তাতে, যদিও দেশটির নাম তিনি উচ্চারণ করেননি। সীমান্তপারের সন্ত্রাস ও তার অর্থের জোগান বন্ধে কঠোর অবস্থান জানিয়ে বলেছেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার ভারত প্রয়োগ করবে। তবে ভাষণ শুধু প্রতিবেশীকে জবাব দেওয়ায় আটকে থাকেনি। উপসাগরে জাহাজ ও নাবিকের নিরাপত্তা, ইউক্রেনের যুদ্ধ, প্যালেস্তাইনে মানবিক সহায়তা এবং দুই রাষ্ট্রের সমাধানের কথাও তুলেছেন তিনি। ভারতের কাছে দূরের যুদ্ধও দূরের নয়; তেলের দাম, খাদ্যশস্য ও সমুদ্রপথে তার প্রভাব এসে পড়ে।

জয়শঙ্কর উন্নয়নশীল বিশ্বের 'চার এফ' সংকটের কথাও বলেছেন খাদ্য, জ্বালানি, সার ও অর্থের নিরাপত্তা। তাঁর দেওয়া হিসাবে, ৭৮টি দেশে ভারতের ৬০০টি বড় উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে; রাষ্ট্রসংঘের ১১টি শান্তিরক্ষা অভিযানের ন'টিতে ভারতীয় বাহিনী আছে। এগুলি ভারতের নিজের পেশ করা হিসাব। ভারত এই কাজের হিসাব তুলে ধরেই নিরাপত্তা পরিষদে আরও বড় দায়িত্ব চাইছে। সমুদ্রপথে নাবিকদের উপর হামলার বিরুদ্ধে লাইবেরিয়া ও আরও ২৩ অংশীদারের উদ্যোগেও ভারত যুক্ত হয়েছে।

তা হলে ভারতের হাতে এল কী? ভারত, ব্রাজিল, জার্মানি ও জাপানের জি,৪ জোট ২২ সেপ্টেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী ও অস্থায়ী;দুই ধরনের আসন বাড়ানোর দাবি তুলেছে। তাদের বক্তব্য, ১৮ বছর ধরে আলোচনা চলছে, অথচ বদল হয়নি। এবার আসন বাড়ানোর লিখিত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হোক। রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভও ভারতের স্থায়ী আসনের দাবিকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু সমর্থন পাওয়া আর আসন পাওয়া এক কথা নয়। ইতালি ও পাকিস্তান-সহ 'ইউনাইটিং ফর কনসেনসাস' জোট ২৪ সেপ্টেম্বর নতুন স্থায়ী আসন তৈরির বিরোধিতা করেছে। রাশিয়া আবার জার্মানি ও জাপানের দাবির বিরোধী। ফলে ভারতের দাবির পক্ষে কথা বাড়লেও জি,৪-এর যৌথ পথ মসৃণ নয়। স্থায়ী আসন নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। ২০২৮,২৯ মেয়াদে অস্থায়ী সদস্য হওয়ার জন্য ভারতের চেষ্টা চলছে; সেটি অন্য নির্বাচন, স্থায়ী আসনের দাবি মেটায় না।

নিরাপত্তা পরিষদে সদস্য মাত্র ১৫; তার মধ্যে পাঁচ স্থায়ী সদস্যের প্রত্যেকেই ভেটো দিয়ে সিদ্ধান্ত আটকে দিতে পারেন। ভারতের যুক্তি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৈরি এই ব্যবস্থা আজকের বিশ্বকে ঠিকমতো প্রতিনিধিত্ব করে না। কিন্তু আসন বাড়বে কতগুলি, কারা পাবে;তা নিয়েই বিরোধ। ভারতের দাবি সমর্থন করলেও সবাই একই পথে সংস্কার চান না। এই মতভেদ কাটবে কবে, এখনও তার উত্তর নেই।

প্রতিবেশী ও পরাশক্তিরা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলায় দেওয়া ভাষণে ২০২৪ সালের পর দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন, রাষ্ট্র মেরামতের 'তিন আর' পরিকল্পনা এবং ১২ লক্ষের বেশি রোহিঙ্গার নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছেন। জলবায়ু অর্থায়ন, প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার ও সীমান্তপারের জল ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতাও চেয়েছেন। ভাষণে ভারতের নাম ছিল না। তবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সহযোগিতা, সীমান্তপারের জল ব্যবস্থাপনা ও রোহিঙ্গা সমস্যার মতো বিষয় তুলে ঢাকা কোন প্রশ্নগুলিকে সামনে রাখছে, তা বোঝা যায়। এ বছরের সাধারণ পরিষদের সভাপতি বাংলাদেশের খলিলুর রহমান। ফলে বক্তা হিসাবেও, সভার পরিচালনায়ও বাংলাদেশের উপস্থিতি চোখে পড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের পক্ষে সওয়াল করেছেন, আরও অর্থনৈতিক চাপ চেয়েছেন। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান পাল্টা দাবি করেছেন, তাঁর দেশ নিজেকে রক্ষা করেছে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ইরানে হামলাকে নিরাপত্তার যুক্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন; গাজায় গণহত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। প্যালেস্তিনীয় মানুষের দুর্দশা ও ইসরায়েলের নিরাপত্তা;দুই প্রশ্নই রাষ্ট্রসংঘের সামনে। অথচ যুদ্ধ থামানোর পথ বেরোয়নি। ভারতকে একই সঙ্গে ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক, উপসাগরের জ্বালানি ও প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থ, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক এবং প্যালেস্তাইনের রাষ্ট্রাধিকারের প্রশ্ন সামলাতে হচ্ছে।

যাদের দেশই বিপন্ন

বড় দেশগুলির বাদানুবাদের মাঝেও প্রশান্ত মহাসাগরের টুভালু বলেছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি তাদের কাছে ভবিষ্যতের আশঙ্কা নয়, আজকের বাস্তব। মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ পুরনো পরমাণু পরীক্ষার ক্ষতির কথাও তুলেছে। ২৪ সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি নিয়ে প্রথম রাজনৈতিক ঘোষণা গ্রহণ করেছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি; ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য অর্থ, নিরাপত্তা বা বাসস্থানের নিশ্চয়তা এখনও নয়। ছোট দেশগুলি তাই নিজেদের বিপদের কথা বিশ্বকে মনে করিয়ে দিয়েছে।

নিউইয়র্কের এই পর্বে ভারত নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে সন্ত্রাসে ছাড় নয়, যুদ্ধের বদলে আলোচনা, উন্নয়নশীল দেশের অধিকার এবং রাষ্ট্রসংঘে সংস্কার। পাশে কয়েকটি দেশকে পেয়েছে, নতুন উদ্যোগেও যোগ দিয়েছে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসনের প্রশ্নে অগ্রগতি হয়নি; বড় যুদ্ধগুলিও থামেনি। রাষ্ট্রনেতাদের বক্তৃতা শেষ হলেও সাধারণ পরিষদের কাজ চলবে। এবার দেখার, নিরাপত্তা পরিষদে আসন বাড়ানোর আলোচনা সত্যি এগোয় কি না; আর 'আস্থা ফেরানো'র কথা যুদ্ধের মধ্যে আটকে থাকা পরিবার ও ডুবে যেতে বসা দ্বীপের মানুষের জীবনে কোনও ফল আনে কি না।

ঠাকুমার পাশে গান, এ বার সিনেমায় আয়ুষের কণ্ঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর ঠাকুমার পাশে বসে গান গাইছে একটি ছেলে। সেই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজমাধ্যমে। অশোকনগরের আয়ুষ মজুমদারকে তখন অনেকেই চিনেছিলেন ওই গানের সূত্রে। তার পর টেলিভিশনের গানের প্রতিযোগিতায় ডাক। আর এখন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত বাংলা ছবি 'অভিমান'-এ শোনা যাচ্ছে আয়ুষের কণ্ঠ। ছেলের গলা বড় পর্দায় শোনার খবরে আনন্দিত তার পরিবার।

সুযোগটি এসেছিল একটি ফোনে। আয়ুষের পরিবারের কথায়, সঙ্গীত পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের পক্ষ থেকে গান রেকর্ড করার জন্য যোগাযোগ করা হয়। বাবা অনিমেষ ও মা অর্পিতাকে সঙ্গে নিয়ে স্টুডিয়োয় যায় আয়ুষ। গান তোলার প্রস্তুতি চলে, তার পর রেকর্ডিং। কিন্তু তখনও তারা জানত না, গানটি কোন ছবির জন্য। পরে ছবির নাম জানতে পেরে আনন্দের সঙ্গে বিস্ময়ও ছিল পরিবারের। 'অভিমান'-এ প্রসেনজিৎ ছাড়াও অভিনয় করেছেন যীশু সেনগুপ্ত, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ও সোহিনী সরকার। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ইন্দ্রদীপ।

আয়ুষের কাছে গান অবশ্য নতুন নয়। অশোকনগর বয়েজ সেকেন্ডারি স্কুলে পড়ার ফাঁকে নিয়মিত রেওয়াজ করে সে। ঠাকুমার সঙ্গে গাওয়া ভিডিয়োটি নজরে আসার পরে একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানের মঞ্চেও গান শুনিয়েছে। সেখান থেকে সিনেমার স্টুডিয়ো;মঞ্চ বদলেছে, গান শেখার অভ্যাসটি বদলায়নি।

বাড়িতেও সঙ্গীতের চর্চা আছে। অনিমেষ গান ভালবাসেন। অর্পিতা এক সময়ে সঙ্গীত নিয়ে পড়াশোনা করলেও নিজের চর্চাকে পেশা করে এগোতে পারেননি। ছেলের এই সুযোগ তাই তাঁর কাছেও বিশেষ আনন্দের। অরিজিৎ সিংয়ের গান পছন্দ আয়ুষের। পাড়ায় কেউ কেউ তাকে আদর করে 'অশোকনগরের অরিজিৎ সিং' বলেন। বাইরে বেরোলে গান শোনানোর আবদার আসে, কেউ ছবি তুলতে চান।

এত ডাকাডাকির মধ্যেও আয়ুষের সামনে এখন স্কুলের পড়া আর রেওয়াজ; দুটিই আছে। ঠাকুমার পাশে বসে গান গাওয়া থেকে সিনেমায় কণ্ঠ দেওয়া পর্যন্ত পৌঁছেছে সে। পরের গানটি কোথায় গাইবে, তা এখনও জানা নেই। আপাতত অশোকনগরের একটি বাড়িতে গান শেখার সময় হলে আগের মতোই সুর ধরছে আয়ুষ।

সততাদেবীর যেমন কর্ম, তেমন ফল

সম্পদ চক্রবর্তী

এক রাজ্যে এক নেত্রী ছিলেন। নাম তাঁর সততা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রজারা একসময় তাঁকে 'সততার প্রতীক' বলে ডাকতেন। নেত্রীও কথাটা শুনে বিরক্ত হতেন না। মুশকিল হল, তাঁর চার পাশে ঘুরতেন যাঁরা, তাঁদের কয়েক জনের নামে অন্য রকম অভিযোগ উঠতে লাগল। কেউ কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা চান, কেউ চাকরির তালিকায় নাম তোলার রাস্তা জানেন; এমন কথাও শোনা গেল। নেত্রীর কানে কতটা পৌঁছেছিল, বলা মুশকিল। দরবারে কানের চেয়ে মাইকের সংখ্যা বেশি ছিল।

সততাদেবীর শুরুটা কিন্তু এমন ছিল না। একদিন তিনি মাঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতেন, চাষির জমি নিয়ে চাষির মত জানতে হবে না? সেই প্রশ্নে রাজ্যের পুরনো সিংহাসন নড়ে গিয়েছিল। প্রজারা ভেবেছিলেন, যিনি রাস্তার কথা বোঝেন, তিনি প্রাসাদেও রাস্তার আওয়াজ শুনবেন। প্রথম দিকে শুনেছিলেনও। ঘরে ঘরে সরকারি সাহায্য পৌঁছল। দেওয়ালে লেখা হল, 'মানুষের সরকার'। লেখাটা এত বড় ছিল যে তার নীচে দাঁড়িয়ে মানুষের ছোট অভিযোগগুলি পড়া কঠিন হয়ে গেল।

তার পর এল চাকরির খাতা। পরীক্ষার্থীরা ভাবলেন, ঠিক উত্তর লিখলে কাজ হবে। ক্রমে শোনা গেল, শুধু উত্তরপত্রের নম্বরেই নাকি সব হয় না। শেষ পর্যন্ত আদালত এসে পুরো বাছাই প্রক্রিয়াই বাতিল করল। অনিয়মে যাঁরা জড়িত নন বলে দাবি করেন, সেই চাকরিজীবীরাও বিপদে পড়লেন। সততাদেবী তাঁদের পাশে থাকার কথা বললেন। কিন্তু খাতার এই দশা হল কী করে, সে প্রশ্ন উঠলেই দরবারের কলমে কালি ফুরিয়ে যেত।

দরবারে তখন এক নতুন খেলা। কোনও অভিযোগ উঠলেই এক দল বলত, 'সব ষড়যন্ত্র'। অন্য দল বলত, 'সব ঠিক আছে'। মাঝখানে

রম্য, তবে কাম্য নয়!

সাধারণ মানুষ জানতে চাইতেন, তা হলে ভুলটা কোথায়? তাঁদের উত্তর দেওয়ার বদলে আরও বড় মাইক আনা হল। মাইকের দোষ নেই; সমস্যা হল, ওটা দিয়ে নিজের কথাই বেশি শোনা যায়। দরবারিদের আর একটি গুণ ছিল। নেত্রী বললে তাঁরা সবাই একসঙ্গে হাততালি দিতেন। নেত্রী চুপ করলে তাঁরাও চুপ। ফলে কোন কথায় প্রজারা খুশি, আর কোন কথায় রেগে যাচ্ছেন, সে খবর পৌঁছত দেরিতে। রাজ্যের খবর প্রতিদিন কাগজে বেরোত। দরবারে খবর পড়ার চেয়ে খবরটা কারা করল, সেই খোঁজই যেন বেশি চলত।

অবশেষে ভোট এল। একদিন যে প্রজারা তাঁকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন, তাঁরাই পরে অন্য দলকে সরকার গড়ার ভার দিলেন। সততাদেবী নিজের পুরনো পাড়াতেও হারলেন। তিনি বললেন, ভোটের হিসাবেই গোলমাল। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখা দরকার। তবে দরবারে জমে থাকা অভিযোগগুলির বিচারও কি একদিন হবে? সেই প্রশ্নটি শুনতে তাঁর নতুন কোনও যন্ত্র লাগবে না। এখন রাজদরবারের ফুলের চিহ্ন কার, তা নিয়ে পুরনো সঙ্গীরাই দু'ভাগ। এক পক্ষ বলছে, ফুল আমাদের; অন্য পক্ষও একই কথা বলছে। ফুলের মালিকানা ঠিক করতে আদালত পর্যন্ত যেতে হচ্ছে। এমন সময়ে সততাদেবী পুরনো শত্রুশিবিরেও ফোন করেছেন। রাজনীতির ক্যালেন্ডারে 'চিরশত্রু' কথাটির মেয়াদ যে কত কম, ফোনের বিল দেখলেই বোঝা যায়।

ফোনের পর দরবারে নতুন ব্যাখ্যা পুরনো শত্রুর সঙ্গে কথা বলাও নাকি নীতির জয়। কথা হোক, তাতে আপত্তি কী? কিন্তু নিজের দলের লোকজন যখন একে অন্যকে মানতে পারছেন না, তাঁদের সঙ্গে কথাটা কে বলবেন? ফুলের ছবি এঁকে তো গোড়ায় জল দেওয়া যায় না।

সততাদেবীকে ফুরিয়ে যাওয়া গল্প ভাবলে ভুল হবে। তাঁর সঙ্গে এখনও অনেক মানুষ আছেন। কিন্তু আবার তাঁদের মন পেতে চাইলে আয়নাটি দরবারির দিকে নয়, নিজের দিকেও ঘোরাতে হবে। ফুলের চিহ্ন ফেরত পেলেও বিশ্বাস আপনাআপনি ফিরবে না। তার জন্য দরজা খুলে মানুষের কথা শুনতে হবে। একদিন যিনি রাজাকে আয়না দেখিয়েছিলেন, আজ সেই আয়নায় নিজের মুখ দেখার পালা।

(ঘটনাটি কারো সঙ্গে মিলে গেলে সেটা কাকতালীয়-এর সঙ্গে লেখক কিংবা পত্রিকার কোনও দায় নেই)

হোটেলের দরজায় তালা নিউ মার্কেটে ক্রেতার অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা চিকিৎসার কাগজপত্র আর ট্রলি-ব্যাগ নিয়ে নিউ মার্কেট থেকে মুকুন্দপুরে থাকার জায়গা খুঁজতে যেতে হয়েছিল বাংলাদেশি পর্যটকদের। প্রথম কলকাতার প্রতিবেদক বিশ্বজিৎ দাসের আগের সরেজমিন প্রতিবেদনে উঠে এসেছিল সেই দুর্ভোগ। এক মাসের বেশি সময় পেরিয়েছে। পুজো সামনে, অথচ সাশ্রয়ী ও নিরাপদ আবাসনের প্রশ্নটি এখনও মেটেনি। নিউ মার্কেটের দোকানিরাও অপেক্ষায়;চেনা ক্রেতারা ফিরবেন কবে?

১৯ অগস্ট ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের শিখা ইন-এ আগুনে ন'জনের মৃত্যু হয়। সেই শোকের মধ্যেই সামনে আসে হোটেলগুলির অগ্নিনিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন। পুরসভা, দমকল ও পুলিশ যৌথভাবে নিউ মার্কেট এলাকার হোটেল পরীক্ষা শুরু করে। পরে অভিযান ছড়ায় শহরজুড়ে। কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে জানিয়েছেন, ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরীক্ষা করা ৯৬০টি হোটেল ও অতিথিশালার মধ্যে ৯১৯টিকে বন্ধের নোটিস দেওয়া হয়েছে। মাত্র ৪১টি নিরাপত্তার শর্ত পূরণ করেছে বলে পুরসভার হিসাব। নোটিসের সংখ্যা অবশ্য বর্তমানে কতগুলি হোটেল বন্ধ রয়েছে, তার হিসাব নয়।

পুরসভার অবস্থান স্পষ্ট অগ্নিনিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকলে অতিথি রাখা যাবে না। ঘাটতি মিটিয়ে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের আবেদন করলে তা খতিয়ে দেখা হবে। এই সতর্কতা জরুরি। কিন্তু চিকিৎসার তারিখ নিয়ে কলকাতায় আসা মানুষ তত দিন কোথায় থাকবেন? দ্য ডেইলি স্টার-কে পাবনার তিলক কর্মকার জানিয়েছেন, মায়ের ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য মুকুন্দপুরে উঠেও কম খরচের আবাসনের নিরাপত্তা নিয়ে তিনি চিন্তিত। বাংলাদেশের উপহাইকমিশন যাত্রীদের রওনা হওয়ার আগে হোটেল খোলা আছে কি না এবং ঘর নিশ্চিত হয়েছে কি না জেনে নিতে বলেছে। উপহাইকমিশনার মহম্মদ খালেদ জানিয়েছেন, কয়েক জন পর্যটককে বিকল্প নিরাপদ আবাসনে সরাতেও তাঁরা সহায়তা করেছেন।

অন্য দিকে, হোটেলের ঘর খালি থাকলে বাজারের দোকানেও তার প্রভাব পড়ে। টাইমস অব ইন্ডিয়া-কে নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশি ক্রেতা কমে যাওয়ায় তাঁদের হিসাবে এলাকার দৈনিক বিক্রি প্রায় এক কোটি টাকা কমেছে। এটি ব্যবসায়ীদের অনুমান, সরকারি পরিসংখ্যান নয়।

পুজোর আগে তাই দু'পক্ষেরই একই অপেক্ষা। পর্যটক জানতে চান, নিরাপদ ঘর কোথায় মিলবে। ব্যবসায়ী জানতে চান, নিয়ম মেনে হোটেল খোলার আবেদন কত দিনে মিটবে। নিরাপত্তায় ছাড় না দিয়েও এই দু'টি প্রশ্নের নির্দিষ্ট জবাব দেওয়ার সময় এসেছে।

গাছ লাগাও সবুজ আনো
তাড়াও রোগের দস্যি দানো

পুজোর পরে ভোট সাত পুরসভায়, কার দিকে হাওয়া?



নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা পুজো মিটলেই কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমের সঙ্গে বালি, হলদিয়া, ধূপগুড়ি, কালিম্পং ও কার্শিয়ং পুরসভায় ভোটের প্রস্তুতি। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক তালিকায় এই সাতটি পুর এলাকা রয়েছে। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ভোট হতে পারে। তবে দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি।

কেন এখন ভোট? কলকাতার নির্বাচিত পুরবোর্ড জুনে ভেঙে প্রশাসক বসানো হয়েছে। আগের বোর্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ডিসেম্বরে। হাওড়ায় প্রায় ১৩ বছর পুরভোট হয়নি। বাকি পাঁচটি পুরসভাতেও নির্বাচিত বোর্ডের বদলে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরিষেবা চলছে। রাজ্যে এমন পুর সংস্থা রয়েছে আরও কয়েকটি। কমিশন প্রথম দফায় এই সাত জায়গায় ভোট করানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। সাতটি এলাকায় ৬,৩০১টি বুথের ব্যবস্থা হচ্ছে; চলছে ভোটার তালিকা, ভোটযন্ত্র ও আসন সংরক্ষণের কাজ।

এই ভোটে কার পাল্লা ভারী? বিধানসভায় জয়ের পরে বিজেপি এখন রাজ্যের শাসকদল। সরকারে থাকার ফলে উন্নয়ন ও পুর পরিষেবা নিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত সরাসরি ভোটারের সামনে তুলে ধরার সুযোগ পাবে তারা। কলকাতা ও হাওড়ায় একা লড়ার কথাও জানিয়েছে বিজেপি। তবে রাজ্য চালানো আর প্রতিটি ওয়ার্ডে গ্রহণযোগ্য প্রার্থী ও সক্রিয় সংগঠন গড়া এক পরীক্ষা নয়। বিরোধী শিবিরে বিভাজন বিজেপির পক্ষে যেতে পারে। তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ ভাঙন, বিদ্রোহীদের আলাদা অবস্থান এবং কংগ্রেস-বামেদের নিজস্ব রাজনীতি; সব মিলিয়ে বিজেপিবিরোধী ভোট এক জায়গায় থাকবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। আবার স্থানীয় স্তরে পরিচিত প্রার্থী, পুরনো সংগঠন এবং রাস্তা-নিকাশি নিয়ে ক্ষোভ শাসকদলের হিসাবও বদলে দিতে পারে। তৃণমূল ইতিমধ্যেই কলকাতা ও হাওড়ায় ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

ফলে বিধানসভা ভোটের ফল দিয়ে সাত পুরসভার ফল মাপা কঠিন। বিশেষ করে দীর্ঘদিন নির্বাচিত বোর্ডহীন হাওড়ায় মানুষ কাকে পরিষেবার দায় দেবেন, সেটিই বড় প্রশ্ন। পুজোর পরে প্রচার শুরু হলে বোঝা যাবে, রাজ্যের ক্ষমতার হাওয়া পাড়ার ভোটে কতটা পৌঁছচ্ছে।

স্ত্রীর হাসি ধরে রাখতে মূর্তি

➲ চার পাতার পর

নিজের বয়সজনিত অসুখও সামলাচ্ছেন ভূপতিরঞ্জনবাবু। দুই মেয়ে কাছাকাছি থাকেন, মাঝেমধ্যে দেখতে আসেন। বাড়িতে রয়েছেন পুত্রবধূ ও নাতি। একমাত্র ছেলেকে হারিয়েছেন করোনার সময়ে। কথা বলতে বলতে ছেলের প্রসঙ্গে তাঁর চোখ ভিজে আসে। স্ত্রীর কথা উঠলেও থেমে যান খানিক।

শিক্ষকতার পেনশনেই সংসার চলে বলে জানালেন তিনি। কিন্তু ব্যাঙ্কের হিসাব নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। তাঁর বক্তব্য, স্ত্রীর সঙ্গে যৌথ নামে থাকা তিনটি হিসাব থেকে টাকা তুলতে গেলে স্ত্রীর স্বাক্ষর চাওয়া হচ্ছে; শয্যাশায়ী স্ত্রী তা দিতে পারছেন না। সমস্যাটি কীভাবে মিটবে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন তিনি। ঘরের শোকেসে এক পাশে টিয়া পাখি, অন্য পাশে স্ত্রীর মূর্তি। অনেক বছরের কাজও সাজানো রয়েছে আশপাশে। শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতির আক্ষেপ তাঁর আছে। তবু এই ঘরে সবচেয়ে যত্নে রাখা কাজটি যেন কোনও প্রদর্শনীর জন্য নয়। স্ত্রীর মুখে যে হাসি দেখতে ভালবাসতেন, সেটুকু নিজের হাতে ধরে রাখার জন্য।

পুজোর আগে রাস্তার গর্ত

➲ এক পাতার পর

দুর্ভোগের কথাও জানিয়েছে ওই সংবাদমাধ্যম। শহর ও জেলার সমস্যা এক রকম নয়; কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতেই পথ ব্যবহারকারীরা দ্রুত কাজ দেখতে চান।

বৃষ্টিতে নতুন করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আগে মেরামত করা কিছু রাস্তাও। টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ সড়কে অস্থায়ী মেরামতির অংশ ফের উঠে গিয়েছে। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকেও পুরসভা ও পূর্ত দফতরকে দ্রুত রাস্তা সারাতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সমস্যাটি শুধু বাসিন্দাদের অভিযোগে আটকে নেই, যান চলাচলের ব্যবস্থাতেও তার প্রভাব পড়ছে।

কাজের উদ্যোগ অবশ্য শুরু হয়েছে। পুজোর আগে কলকাতার অন্তত ৫০০টি রাস্তা সারানোর কথা জানিয়েছে পুরসভা ও পুলিশ। হাওড়ায় শতাধিক ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার অংশ মেরামতে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে; কাজের সূচনাও হয়েছে। লক্ষ্য, ১০ অক্টোবরের মধ্যে কাজ শেষ করা। কিন্তু বরাদ্দ বা কাজ শুরুর খবরকে রাস্তা পুরোপুরি সেরে যাওয়ার প্রমাণ বলা যায় না।

মণ্ডপে যাওয়ার পথে শিশু, প্রবীণ, পথচারী, বাইকচালক; সকলের নিরাপত্তার সঙ্গেই জড়িয়ে রাস্তার অবস্থা। তাই মহালয়ার আশ্বাস মিলিয়ে দেখতে হবে পথের ছবির সঙ্গে। পুজোর আগে গর্ত ভরাটের পাশাপাশি পরের বৃষ্টিতেও সেই মেরামতি টিকে থাকছে কি না, সেটিও নাগরিকের দেখার বিষয়।

বদলের বাংলায় পুজোর

➲ এক পাতার পর

চেয়ারম্যান করতে চাইলেও তিনি দায়িত্ব নেননি। তাঁর বক্তব্য, পুজোর স্বাতন্ত্র্য মানুষের হাতেই থাকুক। সেই কথার পরীক্ষা কিন্তু মাঠে। এন্টালির পদ্মপুকুর পার্কে পুজোর খুঁটি উপড়ে ফেলা নিয়ে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর বিবাদের অভিযোগ উঠেছে। অন্য দিকে বাগবাজার সর্বজনীনে কমিটির নির্বাচন নিয়ে মামলা গড়িয়েছিল হাইকোর্ট পর্যন্ত; আদালত পুজো চালু রাখার কথা বলেছে।

রাজনীতি মণ্ডপে ঢুকলেও উৎসব থেমে নেই। জলপাইগুড়ির পান্ডাপাড়ায় 'অরণ্যের সমাধৃতা' থিমে কাজ চলছে; দিনহাটায় পাড়ার মহিলারা গুছিয়ে রাখছেন ভোগ আর অঞ্জলির আয়োজন। ১০ অক্টোবর মহালয়া, ১৭ অক্টোবর ষষ্ঠী। তার আগে বাঁশের গাঁথুনি আর কমিটির তালিকা; দুই-ই শেষ করতে হচ্ছে। পুজোর মাথায় কে এলেন, তা যেমন খবর, পাড়ার মানুষ নিজের পুজোয় কতটা জায়গা পেলেন, সেই হিসাবও থাকবে।

নন্দীগ্রাম-রেজিনগর, তুমি কার?



নিজস্ব প্রতিবেদন এক দিকে জয়ের আত্মবিশ্বাস, অন্য দিকে প্রার্থী প্রত্যাহার, গ্রেফতারি আর প্রতীক নিয়ে বিরোধীদের টানাপড়েন। এর মধ্যেই নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে মঙ্গলবার অন্তর্বর্তী জামিন দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রেজিনগরে ভোটের আগে আবার গ্রেফতার হলেন হুমায়ুন কবীরের দলের তিন কর্মী। ৬ অক্টোবরের উপনির্বাচনে বিজেপি কি নিজের শক্তিতে জিতবে, না বিরোধীদের বিপর্যস্ত অবস্থার সুযোগ পাবে? আর এই লড়াইয়ে ভোটার কোথায়?

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ভবানীপুর রেখে নন্দীগ্রাম ছেড়েছেন— আম জনতা উন্নয়ন পার্টির হুমায়ুন কবীর নওদা রেখে রেজিনগর। মে মাসের ভোটে নন্দীগ্রামে শুভেন্দু পেয়েছিলেন ১,২৭,৩০১, তৃণমূলের পবিত্র কর ১,১৭,৬৩৬ ভোট। রেজিনগরে হুমায়ুনের ১,২৩,৫৩৬ ভোটের বিপরীতে দ্বিতীয় বিজেপির ৬৪,৬৬০। সেই প্রায় ৫৯ হাজারের ব্যবধান পেরোতে বিজেপিকে নতুন ভোট টানতে হবে। বিরোধী ভোট ভাগ হলে সুবিধা হতে পারে— সেটাই জয় নিশ্চিত হওয়ার প্রমাণ নয়।

নন্দীগ্রামে বিজেপির প্রার্থী হাসিরানি রথ, নিহত শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা। ২০০৭ সালের জমি আন্দোলনের কেন্দ্র এই আসনেই ২০২১ সালে মমতাকে হারিয়েছিলেন শুভেন্দু। এবার হাসিরানির বিপক্ষে কংগ্রেসের মিলন প্রধান। মমতা-শিবিরের সঞ্চিতা প্রধান দে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় মমতা তাঁকে সমর্থন দিয়েছেন। সঞ্চিতা তার আগে শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা করেন। শমীক ভট্টাচার্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-কে বলেছেন, "এতে প্রমাণ হয়, কোনও বিরোধী নেই। গণতন্ত্রে এটি কাম্য পরিস্থিতি নয়।" ইংরেজি বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ। মমতার অভিযোগ, সঞ্চিতাকে ভয় দেখানো হয়েছিল। দাবিটি এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

মমতা সমর্থন জানানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মিলনকে ২০০৭ সালের মামলায় গ্রেফতার করা হয়। পূর্ব মেদিনীপুর পুলিশের বক্তব্য, পুরনো গ্রেফতারি পরোয়ানা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিত অভিযানে কার্যকর হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের অভিযোগ, প্রার্থী হওয়ার জন্যই তাঁকে নিশানা করা হয়েছে। মঙ্গলবার হাইকোর্ট ছ'টি মামলায় ২০ অক্টোবর পর্যন্ত মিলনের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছে; ২১ অক্টোবর নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ রয়েছে। ফলে ভোটের আগে তাঁর প্রচারে নামার পথ খুলল, মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। অন্য দিকে হাসিরানির হলফনামার তথ্যে অসঙ্গতির অভিযোগ নিয়ে কংগ্রেসের আবেদন হাইকোর্ট খারিজ করেছে।

রেজিনগরে বিজেপির শাখারভ সরকার, হুমায়ুনের ছেলে গোলাম নবি আজাদ, কংগ্রেসের আবদুল্লাহিল কাফি, সিপিএমের সৈয়দ আসাদ আলি এবং তৃণমূলের দুই শিবিরের প্রার্থী মাঠে। মমতা-শিবিরের রবিউল আলম চৌধুরী সকালে সরে যাওয়ার কথা বলেও দুপুরে সিদ্ধান্ত বদলেছেন। তৃণমূলের দুই শিবিরকে আলাদা নাম-প্রতীকে লড়তে হচ্ছে। হুমায়ুনের অভিযোগ, পুলিশ তাঁর কর্মীদের ভয় দেখাচ্ছে— ২৮ সেপ্টেম্বর আরও তিন কর্মীর গ্রেফতারির পরে তিনি নির্বাচন কমিশনেও অভিযোগ জানিয়েছেন। গ্রেফতারির আইনি কারণ ও অভিযোগের বিচার আলাদা বিষয়। শুভেন্দু সংখ্যালঘু ভোটারদের সরকারকে সমর্থনের আহ্বান জানিয়েছেন। সদর দফতর থেকে ফোনে সেই প্রশ্নই করা হল। সঙ্গে উঠল আরও কঠিন প্রশ্ন।

ভোটারের প্রশ্নটি আরও বাস্তব ভোটার তালিকায়। নির্বাচন কমিশনের সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া হিসাবে নন্দীগ্রামে ৬,৪৪৩টি এবং রেজিনগরে ১২,৪৫২টি আপিল জমা পড়েছে; তালিকায় ফিরেছে যথাক্রমে ৮৯ ও চারটি নাম। সব আবেদন মঞ্জুর হবে, এমন কথা নয়। কিন্তু ৬ অক্টোবরের আগে কতগুলির নিষ্পত্তি হবে? বিজেপির আত্মবিশ্বাস এবং বিরোধীদের দুর্বলতার বিচার ৯ অক্টোবরের ফলেই হবে। তার আগে গণতন্ত্রের হিসাব; যাঁর ভোট দেওয়ার অধিকার আছে, তিনি ভোট দিতে পারলেন কি না।

বিজেপির "এক ব্যক্তি, এক পদ" কেন?



নিজস্ব প্রতিবেদন ছয় মন্ত্রী দলের পদ ছাড়লেন। কিন্তু যাদবপুরের বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায় মন্ত্রী না হয়েও বাদ পড়লেন রাজ্য সম্পাদকের তালিকা থেকে। রাজ্য বিজেপির ২৫ সেপ্টেম্বরের রদবদলে তাই 'এক ব্যক্তি, এক পদ' নীতির পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছে পদাধিকারী বাছাইয়ের অন্য হিসাব নিয়েও। পুরসভা ভোট সামনে। তার আগে সরকারে থাকা নেতাদের প্রশাসনিক কাজে রেখে সংগঠনে নতুন মুখ চাইছেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

দলীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন মন্ত্রী তাপস রায়, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পাল, দীপক বর্মন, শঙ্কর ঘোষ ও ইন্দ্রনীল খাঁ। মন্ত্রিসভায় তাঁদের পদ থাকছে। কেন এই পরিবর্তন, তার ব্যাখ্যায় শমীক দ্য টেলিগ্রাফ-কে বলেছেন, "সরকার গঠিত হয়েছে। দলের পদে থাকা অনেকে মন্ত্রী হয়েছেন। তাই তাঁদের জায়গায় নতুন মুখ আনা হয়েছে।" ইংরেজিতে দেওয়া বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ এটি। পদ পাওয়া এবং পদ না পাওয়া নেতারা একই ভাবে দলের কাজে সক্রিয় বলেও দাবি তাঁর। বদলের সবচেয়ে স্পষ্ট ছবি মহিলা ও যুব মোর্চায়। ফাল্গুনী পাত্রের জায়গায় মহিলা মোর্চার সভানেত্রী হয়েছেন অভিনেত্রী অঞ্জনা বসু। ফাল্গুনীকে রাজ্য সহ-সভাপতি করা হয়েছে। মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁর বদলে যুব মোর্চার সভাপতি আমতার বিধায়ক অমিত সামন্ত। ওবিসি মোর্চায় অজিত দাসের জায়গায় ধনঞ্জয় ঘোষ; অজিতকে রাজ্য সম্পাদক করা হয়েছে। তফসিলি জাতি মোর্চার দায়িত্ব পেয়েছেন বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। রাজ্য স্তরে রাজু বিস্তা সহ-সভাপতি, অনল বিশ্বাস ও সঞ্জয় বর্মা সম্পাদক হয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক স্তরে বড় বদল হয়নি; লকেট চট্টোপাধ্যায় ও সৌমিত্র খাঁ রয়েছেন। শমীক রাজ্য সভাপতি এবং অমিতাভ চক্রবর্তী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পদে বহাল। সাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতিও বদলেছেন। বনগাঁয় নৃপেন বিশ্বাস, বারাসতে দীপঙ্কর চক্রবর্তী, শ্রীরামপুরে শশী সিংহ, আরামবাগে প্রশান্ত দিগার, মেদিনীপুরে সৌমেন তিওয়ারি, বর্ধমানে আশিস পাল, কাটোয়ায় মানিক রায় দায়িত্ব পেয়েছেন। নয়টি বিভাগে নতুন আহ্বায়কও এসেছে। জেলা সভাপতিদের নাম বিজেপির রাজ্য শাখা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছে। নতুন জেলা নেতৃত্বের হাতে বুথের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্বও পড়বে।

ঘোষণার আগের দিন দিল্লিতে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ এবং রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুনীল বনসল। টাইমস অব ইন্ডিয়া দলীয় সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্য সরকার, রাজ্য সংগঠন এবং বুথের কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে চায়। শুক্রবারের তালিকা সেই প্রস্তুতিরই অংশ।

তবু শর্বরীর প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে। বিধায়ক হওয়া 'এক ব্যক্তি, এক পদ' নীতির বাধা নয়; মন্ত্রী না হয়েও তিনি রাজ্য সম্পাদকের পদ হারিয়েছেন। দল তাঁর ক্ষেত্রে পৃথক কারণ জানায়নি। আনন্দবাজার ডট কম দলের একাংশের আপত্তির কথা লিখেছে, কিন্তু সেটি বিজেপির আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা নয়। শমীকের সামনে এখন নতুন পদাধিকারীদের কাজে নামানো এবং পদ না পাওয়া পুরনো নেতাদের সক্রিয় রাখার পরীক্ষা। পুরভোটের ময়দানেই তার ফল মিলবে।

প্রথম কলকাতা
খবরে প্রথম
ফেসবুকে ৩.৭ মিলিয়ন
ইউটিউবে ১.৫ মিলিয়ন
আপনিও দেখুন রোজ

খবরের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৩১৭১১৬

খবরের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৩১৭১১৬



২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের নীলদর্পণ হলে আয়োজিত হয় বারাসাত প্রেসক্লাবের উদ্যোগে সাংবাদিক কর্মশালা। প্রদীপ প্রজ্বলন করে কর্মশালার সূচনা করছেন মধুসূদন চক্রবর্তী, অর্ক চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ মণ্ডল, ধৃতরাষ্ট্র দত্ত, প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য, অনন্ত চক্রবর্তী, মাবজুল চৌধুরী, প্রণব সরকার, সুজিৎ চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল, হরিগোপাল দত্ত প্রমুখ।

জ্ঞানেশের ইস্তফা চেয়ে পথে বিরোধীরা, আন্দোলনে তরুণ মুখও



নিজস্ব প্রতিবেদন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি এখন আর শুধু নেতাদের সাংবাদিক বৈঠকে আটকে নেই। দিল্লিতে পথে নেমেছেন বামপন্থী ও নাগরিক সংগঠনের কর্মীরা। প্রতিবাদ করেছেন যুব কংগ্রেসের সদস্যরাও। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন, সংক্ষেপে এসআইআর, ঘিরে বিতর্ক তাই রাজপথ থেকে বিরোধী দলগুলির যৌথ আলোচনার টেবিল পর্যন্ত পৌঁছেছে।

এই প্রতিবাদের সূত্র দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। পত্রিকাটির দাবি, গত দশ মাসে এসআইআর এবং ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে দুই নির্বাচন কমিশনার অন্তত ১৪ বার নথিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। খবর প্রকাশের পরে বিরোধীরা জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ ও ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখার দাবি জোরদার করে। নির্বাচন কমিশন আপত্তির নথিগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি। তাদের বক্তব্য, সিদ্ধান্তের আগে ভিন্ন মত থাকা স্বাভাবিক; চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলি তিন সদস্যের কমিশন সর্বসম্মতভাবে নিয়েছে।

দিল্লির যন্তরমন্তরের কাছে এসআইআর-বিরোধী বিক্ষোভে ছাত্র সংগঠন এআইএসএ-র নেত্রী নেহা বোরার পাশাপাশি সমাজকর্মী, আইনজীবী ও বাম নেতারা ছিলেন। পুলিশ ষাটের বেশি বিক্ষোভকারীকে আটক করে। যুব কংগ্রেসও দিল্লি-সহ বিভিন্ন শহরে কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। তরুণদের এই অংশগ্রহণ বিরোধীদের আন্দোলনে নতুন মুখ যোগ করেছে।

২৯ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা ও এসআইআর স্থগিতের দাবি জানিয়েছে। বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটও যৌথ কর্মসূচি ঠিক করতে বৈঠক ডেকেছে। অন্য দিকে, ২ অক্টোবর থেকে দেশজুড়ে প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে তরুণ নেতৃত্বের ককরোচ জনতা পার্টি। পৃথক কর্মসূচিগুলি এক আন্দোলনে মিশবে কি না, সেটাই এখন দেখার।

শাসক বিজেপিও পাল্টা বক্তব্য নিয়ে মাঠে নেমেছে। দলের মুখপাত্র সম্বিত পাত্রের দাবি, কমিশনের ভিতরে আলোচনা ও মতভিন্নতা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ; বিরোধীরা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এসআইআর নিয়ে সুবিধামতো অবস্থান বদলের অভিযোগ তুলেছেন।

সামনে ২০২৭ সালের গোড়ায় উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, গোয়া ও মণিপুরে পূর্ণ বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। টাইমস অব ইন্ডিয়া কমিশন সূত্রে জানিয়েছে, ওই পাঁচ রাজ্যে অক্টোবর থেকে ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন শুরু হতে পারে। কমিশন এখনও তার আনুষ্ঠানিক নির্দেশ বা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করেনি। ফলে ভোটার তালিকা নিয়ে ওঠা প্রশ্নগুলির জবাব এই রাজ্যগুলির ভোটের আগেই কতটা মেলে, সে দিকে নজর থাকবে।

নির্বাচন কমিশনের কার্যপদ্ধতি এবং তাতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলা দ্রুত শুনতে সম্মত হয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চ। আগামী সপ্তাহে মামলাটির শুনানি হবে।

সন্ত্রাসবাদী দেশের প্রশ্নে পাল্টা দিলেন জয়শঙ্কর!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা ''এক সন্ত্রাসবাদী দেশ আমাকে এই প্রশ্ন করছে?'' নিউ ইয়র্কে পাকিস্তানি সাংবাদিককে এস জয়শঙ্করের এই জবাব এখন আলোচনায়। প্রশ্নটি ছিল, ভারত কবে পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া বন্ধ করবে? ২৫ সেপ্টেম্বরের সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাল্টা প্রশ্নেই জবাব দেন। মূল ইংরেজি বক্তব্য ''A terrorist country is asking me that question?'' পাকিস্তানকে এই খোঁচা দিয়ে তিনি থেমে থাকেননি। পরদিন রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে তাঁর ভাষণের বড় অংশ জুড়ে ছিল যুদ্ধের মূল্য, সমুদ্রপথের নিরাপত্তা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির সংকট।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ তার আগের দিন কাশ্মীর ও সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে ভারতের সমালোচনা করেছিলেন। জয়শঙ্কর ভাষণে পাকিস্তান বা শরিফের নাম নেননি। বলেছেন, ''গতকাল সন্ত্রাসবাদের এক ধারাবাহিক চর্চাকারী এই সভায় তথ্য বিকৃত করেছেন।'' এটি তাঁর ইংরেজি বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ। সন্ত্রাসবাদকে স্বাভাবিক বলে চালানো যাবে না এবং তার বিরুদ্ধে ভারত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করবে;সাফ জানিয়েছেন তিনি। পাকিস্তানের জন্য খোঁচাটি স্পষ্ট সীমান্তপারের সন্ত্রাসের অভিযোগ এড়িয়ে শুধু কাশ্মীরের প্রসঙ্গ তুলে দিল্লিকে কোণঠাসা করা সহজ হবে না। তবে মঞ্চের তর্কে কোনও বিরোধের নিষ্পত্তি হয়নি।

এই কথার পেছনে রয়েছে গত বছরের পহেলগাম হামলার স্মৃতি। ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল সেখানে ২৬ জন নিহত হওয়ার পর ভারত পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠীর দিকে অভিযোগের আঙুল তোলে। পরে পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি পরিকাঠামোয় হামলা চালানোর কথা জানায় দিল্লি।



ইসলামাবাদ ভারতের বক্তব্য মানেনি। ফলে শরিফ যখন এ বছর রাষ্ট্রসংঘে জলচুক্তি আর কাশ্মীরের প্রসঙ্গ আনলেন, জয়শঙ্কর বিতর্কের কেন্দ্রে ফের সন্ত্রাসবাদকেই রাখলেন। সেই বক্তব্যকে দিল্লির ধারাবাহিক অবস্থান হিসেবেই দেখতে হবে, নতুন কোনও রাষ্ট্রসংঘীয় সিদ্ধান্ত হিসেবে নয়।

ভারতের কূটনৈতিক হিসাবটা আরও বড়। জয়শঙ্কর বলেন, উপসাগর থেকে লোহিত সাগর ও কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বাণিজ্যিক জাহাজ এবং নাবিকদের ওপর হামলা মেনে নেওয়া যায় না। জাহাজ আটকালেই তেল ও পণ্য পৌঁছতে দেরি হয়— দাম চাপে সাধারণ ক্রেতার ওপর। খাদ্য, জ্বালানি, সার ও অর্থসংস্থানের সংকটের কথা তুলে তিনি বুঝিয়েছেন, যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে থাকা দেশগুলিও তার বিল মেটাচ্ছে। পাকিস্তানের সঙ্গে বাগ্যুদ্ধের মধ্যেও ভারতের এই অর্থনৈতিক স্বার্থটি সামনে রাখা দূরদর্শিতার পরিচয়।

তাঁর দাবি, ৭৮টি দেশে প্রায় ৬০০টি বড় উন্নয়ন প্রকল্পে ভারত যুক্ত। নেপালের বন্যা ও ভেনেজুয়েলার ভূমিকম্পের পরে সহায়তার প্রসঙ্গও তুলেছেন। এর মধ্য দিয়ে দিল্লি নিজেকে সংকটে পাশে দাঁড়ানো দেশ হিসেবেও তুলে ধরতে চেয়েছে। অতীতে ভারত নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসনের দাবি জানিয়েছে বারবার; এবারের ভাষণেও সেই বৃহত্তর ভূমিকার যুক্তি রয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিচিতি আর স্থায়ী সদস্যপদ এক নয়।

তা হলে এবারে হাতে এল কী? ভারত ও লাইবেরিয়া রাষ্ট্রসংঘে নাবিকদের নিরাপত্তা নিয়ে যৌথ আলোচনা মঞ্চ শুরু করেছে। ভারত ২৫ সেপ্টেম্বর সাইবার অপরাধবিরোধী রাষ্ট্রসংঘ কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে— অনুমোদন এখনও বাকি। রাশিয়া ও মরিশাস নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী আসনের দাবিকে সমর্থন করেছে। রাশিয়ার সমর্থন অবশ্য নতুন নয়। পরিষদ বদলাতে রাষ্ট্রসংঘের সনদ সংশোধন এবং বর্তমান পাঁচ স্থায়ী সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন।

পাকিস্তানের সাংবাদিককে দেওয়া জবাব শিরোনাম হবে। ভারতের প্রকৃত পরীক্ষা অন্য জায়গায় নাবিক নিরাপত্তার নতুন মঞ্চ কতটা কাজে লাগে, আর নিরাপত্তা পরিষদ সংস্কারের পক্ষে সমর্থন কখনও সিদ্ধান্তে পৌঁছয় কি না। কথার লড়াইয়ে জয় দ্রুত আসে; রাষ্ট্রসংঘে ফল পেতে সময় লাগে।

অজিত দোভালের এক ব্যর্থতার গল্প!

সুব্রত আচার্য



ফোনের ওপারে সদর দফতরের কর্তা। প্রশ্ন করলেন, ''তুমি কি লোক পাঠিয়েছিলে সীমান্তের ওপারে?''

অজিত দোভাল তখন সিকিমে গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বে। তাঁর পাঠানো একটি দলের আট দিনের মধ্যে ফেরার কথা ছিল। পনেরো দিন পেরিয়ে গিয়েছে, ফেরেনি কেউ। কোথায় তাঁরা, বেঁচে আছেন কি না;কোনও খবর নেই। ফোনে এবার জানা গেল, গোটা দলটি চিনা সেনার হাতে ধরা পড়েছে।

১৯ সেপ্টেম্বর আইআইটি রুরকির সমাবর্তনে নিজের কর্মজীবনের এই অধ্যায় খুলে বলেছেন দোভাল। আজ যাঁকে অনেকে 'ভারতের জেমস বন্ড' বলেন, সেই মানুষটি ছাত্রদের শুনিয়েছেন এমন এক অভিযানের কথা, যা সফল হয়নি। তখন তাঁর বয়স কুড়ির কোঠায়। সিকিম ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায়। সীমান্তের ওপারে চিনা সেনার গতিবিধি জানার প্রয়োজন ছিল। সেই কাজেই দল পাঠিয়েছিলেন তিনি।

আট দিনের সময়সীমা পেরোনোর পর অপেক্ষা যত দীর্ঘ হয়েছে, দোভালের উদ্বেগও তত বেড়েছে। তুষারধসের কোনও খবর নেই। তা হলে দলটি আটকে পড়ল কোথায়? সদর দফতরের ফোন সেই প্রশ্নের উত্তর দিল, সঙ্গে নিয়ে এল আরও কঠিন প্রশ্ন। মানচিত্র দেখে দল যে পথ নিয়েছিল, তা কি সীমান্তের ওপারে চলে গিয়েছে? এর দায় কার?

কিছু দিন পরে দলের সদস্যেরা ফিরে আসেন। চিনা সেনা তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। ফিরে আসার পর তাঁরা বিধ্বস্ত ছিলেন বলে দোভাল জানিয়েছেন। এ দিকে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তাঁর মনে হয়েছিল, গোয়েন্দা হিসাবে কাজটা হয়তো এখানেই শেষ। নিজের পাঠানো মানুষদের বিপদে পড়ার কথাও তাঁকে তাড়া করছিল।

তদন্তে দোভালের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি পাওয়া যায়নি। সমস্যা ছিল সদর দফতর থেকে দেওয়া মানচিত্রে;তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী। চাকরি নিয়ে আশঙ্কা কাটল। কিন্তু ঘটনার ধাক্কা সহজে কাটেনি।

তখন পাশে এসে দাঁড়ান গোয়েন্দা বিভাগে তাঁর সঙ্গে কাজ করা এক তিব্বতি শেরপা। পাহাড়ে পথ চেনা মানুষ। তিনি দোভালকে বোঝান, পথ হারানোর আগে বুঝতে হয় আপনি ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন। তার পর ঠিক করতে হয় কোথায় যেতে চান। শেষে বেছে নিতে হয় সেখানে পৌঁছনোর রাস্তা। দোভাল বলেছেন, কথাগুলি তিনি পরের জীবনেও মনে রেখেছেন।

সেই দোভালের নাম নিয়েই সম্প্রতি ঢাকার একটি খবর প্রকাশ করেছে রেডিফ। তাদের দাবি, ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি বাংলাদেশে গিয়েছিলেন তারেক রহমানের সম্ভাব্য দিল্লি সফর নিয়ে আলোচনার প্রস্তুতিতে। ভারত বা বাংলাদেশ কোনও পক্ষ সফরের কথা স্বীকার করেনি, অস্বীকারও করেনি। ফলে ঢাকা নিয়ে যত গল্পই ঘুরুক, দোভালের মুখে শোনা গল্পটি সিকিমের।

সেই গল্পে কোনও নিখুঁত নায়ক নেই। আছে হারিয়ে যাওয়া দল, ভয় পাওয়া এক তরুণ গোয়েন্দা এবং ভুল মানচিত্র হাতে নিয়ে সীমান্ত চিনতে না পারার ভয়াবহ মূল্য।

স্ত্রীর হাসি ধরে রাখতে মূর্তি গড়েছেন শিক্ষক

সৌমেন রায় চৌধুরী



স্ত্রী হাসলে ঠোঁটের দু'পাশে টোল পড়ত। সেই হাসি এখন আর আগের মতো দেখতে পান না ভূপতিরঞ্জন দেবনাথ। কয়েক মাস ধরে স্ত্রী শয্যাশায়ী। তাই নিজের হাতে তাঁর একটি মূর্তি গড়েছেন মধ্যমগ্রামের এই প্রবীণ শিক্ষক ও শিল্পী। বসার ঘরের শোকেসে রাখা মূর্তির মুখে ধরা আছে তাঁর চেনা হাসিটি।

ভূপতিরঞ্জনবাবুর বয়স ৮৮। মধ্যমগ্রাম হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেছেন দীর্ঘদিন। অবসরের পরেও হাতের কাজ ছাড়েননি। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে মাটি, নারকেল, গাছের ডাল;হাতের কাছে যা পেয়েছেন, তা দিয়েই গড়েছেন নানা অবয়ব। ঘর জুড়ে তাঁর তৈরি মূর্তি আর মডেল। দেয়ালে রয়েছে বড়ে গুলাম আলি খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, মান্না দে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি। শিল্পীর হাতে তাঁদের মুখের রেখা ফুটে উঠেছে ক্যানভাসে। কিছু কাজ প্রদর্শনীতেও গিয়েছিল। ভূপতিরঞ্জনবাবুর আক্ষেপ, সেগুলির কয়েকটি আর ফেরত পাননি। কোথায় আছে, জানেন না। নিজের কাজের যথাযথ স্বীকৃতিও মেলেনি বলে মনে করেন তিনি। তবে এ সবের মধ্যেও কাজ থামাননি। পরিচিতদের কাছে হাতের কাজের প্রশংসা শুনেছেন, কিন্তু প্রচারের আলোয় আসেননি। এক সময়ে বাড়িতে একটি টিয়া পাখি ছিল। সেটি মারা যাওয়ার পর বীজ দিয়ে পাখিটির অবয়ব বানিয়ে রেখেছেন। প্রিয়জনের স্মৃতি ধরে রাখার এই অভ্যাসেই পরে জায়গা পেয়েছে স্ত্রীর হাসি।

স্ত্রী এখন বিছানায়। তাঁর দেখাশোনার পাশাপাশি

➲ তিন পাতায়

Printed by Zafrin Chowdhury Published by SUBRATA ACHARYA on behalf of SUBRATA ACHARYA Printed at BANGLA DIGITAL PRINTER, 77 Nirghin Shah Road, South Kazipara, Barasat, North 24 PARGANAS, 700125, West Bengal and Published at 61, BODHIKANAN BHUTBAGAN (KATHGOLA), P.O.: SODEPUR, P.S.: GHOLA, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL - 700110.
Editor : **SUBRATA ACHARYA** Mobile: **+91 9830317116** Email : mailprothomkolkata@gmail.com